খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার উপর

প্রতিবেদন

২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

গত ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখ রাতে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় দুই পাহাড়ি গ্রাম হরিধন মগ পাড়া ও হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ায় সেটলার হামলায় কমপক্ষে ২টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং ৩৪টি বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া হামলাকারীরা হরিধন মগ পাড়ায় জিতাসুখা বৌদ্ধ বিহারের মাইকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ও বিহারের বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেয়। এই হামলায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৬,৮২,০০০ টাকা। তবে গ্রামের লোকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ভাই ভাই ব্রিকফিল্ড, যেখানে ২৫ জানুয়ারী রাতে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীদের গুলিতে এক শ্রমিক নিহত ও দু'জন আহত হয়।

ঘটনার সূত্রপাতঃ

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর স্থানীয় নেতা ও এলাকার বিভিন্নজনের সাথে আলাপ করে জানা যায়, গত ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ রাত আনুমানিক পৌনে আটটায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের বটতলী এলাকায় কতিপয় অজ্ঞাতনামা অস্ত্রধারী 'ভাই ভাই' ব্রিক ফিল্ডের ম্যানেজার আবুল হোসেনকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইটভাটার শ্রমিকরা প্রতিরোধ করলে অস্ত্রধারীরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে ফারুক হোসেন (১৯) নামে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত এবং ম্যানেজার আবুল হোসেন ও শাহজাহান অপর এক শ্রমিক আহত হন।

পাহাড়ি গ্রামে হামলাঃ

উক্ত ঘটনার পর সেটলার বাঙালিরা সংঘবদ্ধভাবে রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে লাঠিসোটা, দা ও কিরিচ নিয়ে পাহাড়ি-বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে মাটিরাঙ্গা সদর থেকে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত পাহাড়িদের দুটি গ্রাম হরিধন মগ পাড়া ও হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ায় হামলা চালায়। গ্রামবাসীরা ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। হামলাকারী সেটলাররা পাহাড়িদের শুন্য

বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় এবং অন্তঃ ২টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বটতলী ও গাজী নগরের শতাধিক সেটলার এই হামলায় অংশ নেয়।

হরিধন মগ পাড়ার কার্বারী বাদু মারমা বলেন, 'ব্রিফ ফিল্ডের ঘটনার পর বাঙালিরা বটতলীতে জড়ো হয়ে চিৎকার দিতে দিতে আমাদের পাড়ায় হামলা করে। আমরা ভয়ে যে যেভাবে পারি খাদা পাড়ার দিকে জঙ্গলে পালিয়ে যাই। বাঙালিরা আমাদের পাড়ায় সব বাড়িতে ভালো ভালো জিনিসপত্রগুলো ভাংচুর করে অথবা লুট করে নিয়ে যায়। তারা আমাদের পাড়ায় একটি ও ত্রিপুরা পাড়ায় একটি বাড়ি পুড়ে দেয়। বটতলী ও মাটিরাঙ্গা থেকে এসে বাঙালিরা এ হামলা চালায়।'

হরিধন মগ পাড়ায় পুড়ে যাওয়া বাড়ির ভস্ম (বামে)। ডানে একই গ্রামে ভাঙচুর করা অপর একটি পাহাড়ি বাড়ি

বামে হামলার চিহ্ন ধারণ করে জিতাসুখা বৌদ্ধ বিহার, ডানে ভেঙে দেয়া অপর একটি পাহাড়ি বাড়ি।

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ভূমিকা:

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, হামলার সময় মাটিরাঙ্গা জোন ও ব্যাঙমারা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা সেটলারদের পেছনে ছিল। তারা হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে কোন চেষ্টা করেনি। তবে হামলার পরদিন সকালে বিজিবি সদস্যরা অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য পুড়ে যাওয়া দুইটি বাড়ি নতুন করে তৈরি করে দেয়। ঘটনার পর থেকে বিজিবি সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত উক্ত দুই গ্রাম ঘিরে রেখেছে।

বাদু কার্বারী বলেন, 'ঘটনার পর আর্মি, বিজিবি, পুলিশ আসলেও ততক্ষণে বাঙালিরা সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।' গ্রামের অনেকে জানান, আর্মি ও পুলিশ সদস্যরা সময় মতো হস্তক্ষেপ করলে এই হামলার ঘটনা ঘটতো না।

ৱ য়ৱ তির বিবরণঃ

হামলায় সেটলাররা হরিধন মগ পাড়ায় ১টি ও হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ায় ১টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যাদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয় তারা হলেন হরিধন মগপাড়ার চালাঅং মারমা (৩০) ও হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ার নীলমনি ত্রিপুরা (৫০)। এছাড়া হামলাকারীরা বাড়িঘরে ব্যাপক লুটপাট চালায়। তারা হরিধন মগ পাড়ায় ২৯টি ও হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ায় ৫টি বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর করে। এছাড়া হরিধন মগ পাড়ায় জিতাসুখা বৌদ্ধ বিহারেও হামলা চালানো হয়। হামলায় বৌদ্ধ বিহারের ক্ষতি বাদে পাহাড়িদের আনুমানিক ১৬,৮২,০০০ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হরিধন মগ পাড়ার কার্বারী জানান, 'বাঙালিরা আমাদের পাড়ায় একটি বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধ মুর্তি ভাংচুর করে। তারা বুদ্ধ মূর্তিগুলোকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং বিহারের মাইক ও অন্যান্য জিনিসপত্রও ভাংচুর করে।'

অগ্নিসংযোগে ৱ তিগ্রস্তদের পূর্ণ বিবরণঃ

ক্রমিক নং	ৱ তিগ্রস্তদের নাম	গ্রামের নাম	ৱ য়-ৱ তির বিবরণ	ৱ তির পরিমাণ (আনুমানিক, টাকায়)
১	চালাঅং মারমা (৩০) পিতা-চাইবু মারমা	হরিধন মগ পাড়া	ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়া হয়	৫০,০০০
২	নীলমনি ত্রিপুরা (৫০) পিতা-দুঃখিবা ত্রিপুরা	হেমঙ্গ কার্বারী পাড়া	বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, আলনা, খাট-পালং, শো-কেস, হাড়ি পাতিল, ধান-চাউল ইত্যাদি নষ্ট হয়।	৯০,০০০
			মোটঃ	**১,৪০,০০০**

বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাতের বিবরণঃ

হরিধন মগ পাড়া

ক্রমিক নং	ৱ তিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাম	ৱ য়-ৱ তির বিবরণ	ৱ তির পরিমাণ (আনুমানিক, টাকায়)
১.	বাদু কার্বারী(৭৫) পিতা- চাইলাঅং মারমা	রাইস মিল, ঘরের টিন, ২০০ আড়ি ধান, খাট-পালং,শো-কেস, আলনা, হাড়ি-পাতিল ভাঙচুর ও লুটপাট	৫,০০,০০০
২.	খেয়াপ্রুমারমা(৩৫ পিতা- চাথোই মার্মা	ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়।	৫,০০০
৩.	অংচাই মারমা (২৫) পিতা- চাইলপ্রু মারমা	ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়।	৫,০০০
৪.	চাথোই মারমা (২৯) পিতা-নিলাঅং মারমা	ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়।	৫,০০০
৫.	থুইলাপ্রু মারমা (৩৫) পিতা-চাইবু মারমা	বাড়িতে লুটপাট করা হয়	২০,০০০
৬.	পাইকুমা মারমা(৫০) পিতা-অংপ্রু মারমা	বাড়িতে লুটপাট করা হয়	১৫,০০০
৭.	দুমা মারমা(৪০) পিতা- থুইসাইংঅং মারমা	বাড়িতে লুটপাট করা হয়	২৫,০০০

৮.	অংক্যচাই মারমা (৪৫) পিতা-সুইলাপ্রু মারমা	বাড়িতে লুটপাট করা হয়	৩০,০০০
৯.	সাথাঅং মারমা(৫০) পিতা-রামচন্দ্র মারমা	বাড়ির আসবাবপত্র লুটপাট	২১,০০০
১০.	মংচাথোয়াই মারমা (৩০) পিতা-উথোই মারমা	ঘরবাড়ি ভাংচুরসহ জিনিসপত্র লুটপাট	২৮,০০০
১১.	চাইলাপ্রু মারমা(৫০) পিতা-উথোই মারমা	ঘরবাড়ি ভাংচুরসহ জিনিসপত্র লুটপাট	৫,০০০
১২.	নিঅং মারমা(৫৫) পিতা- থোইচাই মারমা	ঘরবাড়ি ভাংচুর, ধানসহ জিনিসপত্র লুটপাট	৪৫,০০০
১৩.	সুইউ মারমা(৪৫) পিতা- সুইউদুঅং মারমা	ঘরবাড়ি ভাংচুর ও ধান-চাউলসহ জিনিসপত্র লুটপাট	৭০,০০০
১৪.	বাংলাঅং মারমা(৬৫) পিতা- থোইচাই মারমা	বাড়িতে লুটপাট	১৫,০০০
১৫.	বুলি মারমা(৬০) পিতা- ছালাঅং মারমা	হাড়ি-পাতিল সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র লুটপাট	২০,০০০
১৬.	পাইউ মারমা (৫০) পিতা- উথোই মারমা	বাড়িতে জিনিসপত্র লুটপাট	১০,০০০
১৭.	থোইচাই মারমা (৮০) পিতা- মৃত নিলাঅং মারমা	জিনিসপত্র ভাংচুর ও লুটপাট	১৫,০০০
১৮.	মাঝি মারমা (৭০) পিতা-ছালাঅং মারমা	জিনিসপত্র ভাংচুর ও লুটপাট	৩০,০০০
১৯.	বড়চাথোর মারমা (৭৫) পিতা- চাথোই মারমা	ঘর ভাংচুর ও বিভিন্ন জিনিসপত্র লুটপাট	১৪,০০০
২০.	পাইলাঅং মারমা(৬৫) পিতা-উথোই মারমা	খাট-পালং ভাংচুর	২০,০০০
২১.	থুইঅং মারমা (৫০) পিতা- নিংসাই মারমা	জিনিসপত্র ভাংচুর ও লুটপাট	৩০,০০০
২২.	থোঅং মারমা (৪৫) পিতা-থামরা মারমা	বাড়ির জিনিসপত্র ভাংচুর	৩০,০০০
২৩.	গংজ মারমা (৪২) পিতা-চাইলাপ্রু মারমা	ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর ও লুটপাট	২০,০০০
২৪.	রাংপ্রু মারমা (৩৫) পিতা-চাইলাপ্রু মারমা	ভাংচুর সহ লুটপাট	২৫,০০০
২৫.	মংহ্লাপ্রু মারমা (৭০) পিতা- নিলাঅং মারমা	পুরো বাড়ি ভাংচুর সহ লুটপাট	২৪,০০০
২৬.	থুইচি মারমা (৪৫) পিতা- মংহ্লাপ্রু মারমা	বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট	৩৫,০০০
২৭.	উলাপ্রু মারমা (৪৫) পিতা- নিঅং মারমা	ঘরবাড়ি লুটপাট	২৫,০০০
২৮.	মংচিপ্রু মারমা (৩৫) পিতা- মংলা মারমা	ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট	১৫,০০০
২৯.	সুদাংশু মারমা (৪৫) পিতা-চাইক্রোরি মারমা	ঘরবাড়ি ভাংচুর, লুটপাট	৩০,০০০
		মোটঃ	**১১,৩২,০০০**

হেমঙ্গ কার্বারী পাড়া

ক্রমিক নং	পাড়া ও ৰ তিগ্রস্—দের নাম	ৰ য়-ৰ তির বিবরণ	ৰ তির পরিমাণ (আনুমানিক)
১.	ধনবাঁশি ত্রিপুরা (৩২) পিতা- রাজ কুমার ত্রিপুরা	সোলার ব্যাটারী, ছাগল ২টি ও মুরগী লুট এবং খাট-পালং ভাংচুর	১,৫০,০০০
২.	যোগ্য মোহন ত্রিপুরা (৪২) পিতা- চন্ডি রাম ত্রিপুরা	১ বস্ড়া চাউল ও মুরগী লুট ও ঘর ভাংচুর	৫০,০০০
৩.	মানেক ধন ত্রিপুরা (২৮ পিতা- পুঞ্জয় ত্রিপুরা	ধান-চাউল, মুরগী, ছাগল, হাড়ি-পাতিল লুট ও ঘর ভাংচুর	৭৫,০০০
৪.	বিজয় ত্রিপুরা (৩৬) পিতা- পুঞ্জয় ত্রিপুরা	শো-কেস, হাড়ি-পাতিল, মুরগী লুট, ঘর ভাংচুর	৮০,০০০
৫.	শিরিন বিকাশ ত্রিপুরা (২৫) পিতা- লিবিন্দ্র ত্রিপুরা	ধান-চাউল লুটপাট, বাড়ি ভাংচুর	৫৫,০০০
		মোটঃ	**৪,১০,০০০**

ৰ তিপূরণ, ত্রাণ ও প্রচারঃ

ইটভাটায় সশস্ত্র হামলার খবর পত্র পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলেও পাহাড়ি গ্রামে সেটলারদের প্রতিশোধমূলক হামলার খবর আদৌ প্রচার পায়নি। স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহ এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করে। ইটভাটার শ্রমিক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে সেটলারদের সংগঠন বাঙালি ছাত্র পরিষদ ৩০ জানুয়ারী তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল পালন করলেও, নিরীহ পাহাড়িদের গ্রামে হামলার প্রতিবাদে কেউ কর্মসূচী দেয়নি। ইউপিডিএফ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেয়, কিন্তু তা পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়নি।

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারকে নামমাত্র ১০ হাজার টাকা দেয়া হয়। কিন্তু তা ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। ইউপিডিএফ-এর স্থানীয় কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। তবে পর্যাপ্ত ত্রাণের জন্য যে সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন তা এখনো অনুপস্থিত। আজ পর্যন্ত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেননি। খাগড়াছড়ির এমপি ২৬ জানুয়ারী মাটিরাঙ্গার বটতলী পর্যন্ত গেলেও, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে যাননি।

ইটভাটায় গুলিতে শ্রমিক হতাহতের জন্য কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে ইউপিডিএফকে মিথ্যাভাবে দায়ি করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইউপিডিএফ কোনভাবে জড়িত ছিল না।

বর্তমান পরিস্থিতিঃ

ঘটনার একদিন পর পাহাড়িরা গ্রামে ফিরে আসলেও তাদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক এখনো কাটেনি। বিজিবি সদস্যরা বর্তমানে গ্রামের পাশে রাত-দিন অবস্থান করছে। হরিধন মগ পাড়ার এক গ্রামবাসী বলেন, 'আমরা এখনো খুব ভয়ে আছি। কখন যে বাঙালিরা আবার হামলা চালায় সবার মনে এই ভয় কাজ করছে। মাঝে মাঝে বাঙালিরা চিৎকার দেয়। তখন আমরা খুব ভয় পাই। বাড়িও ছেড়ে যেতে পারি না, আবার থাকলেও ভয় করে। এই ধরনের অসহায় অবস্থায় আমাদের থাকতে হচ্ছে।'

মন্—ব্য ও সুপারিশঃ

ইটভাটায় গুলিতে শ্রমিক নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু এই ঘটনাকে পুঁজি করে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী নিরীহ পাহাড়িদের গ্রামে প্রতিশোধমূলক হামলা চালানো কোন মতে সমর্থনযোগ্য

নয়, বরং তা একইভাবে নিন্দনীয়। যাদের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে তারা বাঙালি শ্রমিকদের ওপর হামলার সাথে কোনভাবেই জড়িত ছিল না।

পাহাড়িদের ওপর উক্ত হামলা প্রমাণ করে এত বিশাল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সত্বেও তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই। আর সেনাবাহিনীর সদস্যরা হামলার সময় সেটলারদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা গভীর উদ্বেগের বিষয়। এই অবস্থায় আমরা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছি:

১। মাটিরাঙ্গার বটতলীর ইটভাটায় বাঙালি শ্রমিকদের উপর সশস্ত্র হামলা ও পরবর্তীতে পাহাড়িদের গ্রামে বাঙালি সেটলারদের প্রতিশোধমূলক হামলার যথাযথ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২। উক্ত দুই হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা যেমন সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন, পাহাড়ি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

[সমাপ্ত]